আন-নামাল | An-Naml | ٱلنَّمْل

আয়াতঃ ২৭ : ৩২

আরবি মূল আয়াত:

قَالَت يٰٓأَيُّهَا المَلَؤُا اَفتُونِى فِى اَمرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً اَمرًا حَتّٰى تَشهَدُونِ ﴿٣٢﴾

অনুবাদসমূহ:

সে (রাণী) বলল, ‘হে পারিষদবর্গ, তোমরা আমার ব্যাপারে আমাকে অভিমত দাও। তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া আমি কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। — আল-বায়ান

সে বলল, ওহে সভাসদরা! তোমরা আমার কর্তব্য সম্পর্কে আমাকে সিদ্ধান্ত দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত আমি কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি।’ — তাইসিরুল

সেই নারী বললঃ হে পরিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও; আমি যা সিদ্ধান্ত নিই তাতো তোমাদের উপস্থিতিতেই নিই। — মুজিবুর রহমান

She said, "O eminent ones, advise me in my affair. I would not decide a matter until you witness [for] me." — Sahih International

৩২. সে নারী বলল, হে পরিষদবর্গ! আমার এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত দাও।(১) আমি কোন ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া।

(১) أَفْتُونِي শব্দটি فتوى শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া। এখানে পরামর্শ দেয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সুলাইমান আলাইহিস সালামের পত্র পৌছল তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত। সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে মনোরঞ্জনের জন্য একথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। [ফাতহুল কাদীর]

এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে সম্পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। এ থেকে বোঝা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করার পদ্ধতি সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বিভিন্ন কাজে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাকে পরামর্শ করার নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে। [বাগভী; কুরতুবী]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৩২) (বিলকীস) বলল, ‘হে পারিষদবর্গ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি।’

-

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=3191

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন